ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ

(Wrestling with God)

আদিপুস্তক ৩২ অধ্যায় ২২-৩২ পদ

৪০০ জনকে নিয়ে দাদা এষৌ যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে শুনে যাকোব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল (৬, ৭ পদ)। কারণ, যাকোব উপলব্ধি করেছিল যে, এক বাটি ডালের বিনিময়ে জ্যেষ্ঠাধিকার ক্রয় করে এবং পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ চুরি করে, যাকোব তার দাদা এষৌর সঙ্গে যে প্রতারণা করেছিল, তার প্রতি প্রতিহিংসা পূর্ণ করতে এষৌ আসছে। বাধ্য হয়ে যাকোব তার চিরাচরিত পদ্ধতিতে এষৌর হাত থেকে বাঁচতে তার কূটনৈতিক চাল চেলেছিল। **প্রথমত**, তার সঙ্গে যত লোক ও পশু ছিল, তাদের দুই দলে বিভক্ত করে, উদ্দেশ্য হল, প্রথম দল যদি এষৌর দ্বারা আক্রান্ত হয়, দ্বিতীয় দল যেন পালাতে পারে। **দ্বিতীয়ত**, নিজের প্রতি এষৌর ক্রোধকে শান্ত করতে যাকোব তার পশুদের পাঁচ দলে বিভক্ত করে উপঢৌকন হিসাবে সবার আগে প্রেরণ করে। কিন্তু এমন কূটনৈতিক চালের আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও, যাকোব তার মনে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। আর এইভাবে, যাকোব যখন উপলব্ধি করেছে যে, তার পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়, তখন সেই রাতে যাকোব তার জীবনে প্রথম বারের জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছে। তার প্রার্থনায় যাকোব বলেছে, *"বিনয় করি, আমার দাদা এষৌর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর, কারণ আমি তাকে ভয় করি, পাছে সে এসে আমাকে, ছেলেদের সঙ্গে তাদের মায়েদের বধ করে।"* এমন সময় তার এই প্রার্থনাকে যাকোব ভার হিসাবে নয়, কিন্তু লাইফ-লাইন হিসাবে চিন্তা করেছে। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর এই প্রার্থনার কী উত্তর দিয়েছিলেন।

ক। প্রার্থনার অদ্ভূত উত্তর: যাকোব উপলব্ধি করেছিল, দাদা এষৌর মুখোমুখি হতে তার যে ভয়, সেই ভয় নিয়ে তাকে একাকী ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে হবে। আর তাই, সেই রাতে তার দুই স্ত্রী ও ১১ জন পুত্রকে নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে একা নদীর এপারে যাকোব রাত কাটিয়ে ছিল। ২২-২৩ পদে বলা হয়েছে, *"পরে যাকোব রাতে উঠে নিজের দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও ১১ জন পুত্রকে নিয়ে তরণস্থানে যব্বোক নদী পার হল। তাদের নদী পার করিয়ে নিজের সমস্ত দ্রব্য পারে পাঠিয়ে দিল।"* অর্থাৎ, রাতের অন্ধকারে এষৌর আক্রমণ করার সম্ভাবনা কম থাকায়, যাকোব নিজেকে তার সমস্ত সম্পত্তি ও মান-মর্যাদা থেকে মুক্ত করে কেবল একটি বিষয়ে, অর্থাৎ তার সেই চিন্তার বিষয় মন-সংযোগ করতে চেয়েছে। যদিও ২৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর যাকোব সেখানে একাকী থাকল"* কিন্তু সেখানে সে একা ছিল না। ২৪ পদের শেষে বলা হয়েছে, *"এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করল।"*

সেদিন যাকোবের সঙ্গে যে পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত মল্লযুদ্ধ করেছিল, তিনি কে? ২৯ পদে যাকোব তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, *"কী জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর?"* তিনি যদিও নিজের নাম বলেননি, কিন্তু তিনি যাকোবকে যে নাম দিয়েছিলেন (ইস্রায়েল, **ঈশ্বরের** সঙ্গে যুদ্ধকারী), তার থেকে স্পষ্ট যে যাকোব সেই জীবিত ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েছিল, যিনি *"পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করেছিলেন"* (২৯খ)। ৩০ পদে আরও বলা হয়েছে, *"তখন যাকোব সেই স্থানের নাম 'পনূয়েল' (ঈশ্বরের মুখ) রাখল; কারণ সে বলল, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে দেখলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচল।"* অর্থাৎ, যাকোব সেদিন ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল।

যাকোবের চিন্তা মতো সেই রাতে এষৌ যদিও তাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর হঠাৎ তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। যাকোব যখন তার সমস্ত চালিকী সত্ত্বেও ভীত-সন্ত্রস্ত, তখন তার প্রতি ঈশ্বরের এমন আচরণ সত্যিই অদ্ভূত। এমন অসহায়, ভীত-সন্ত্রস্ত, অনিশ্চিত যাকোবের পিঠে হাত রেখে কোথায় তাকে সান্ত্বনা দেবেন, তা নয়, ঈশ্বর সারা রাত ধরে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন? সেই পরিস্থিতিকে আমরা এই ভাবে বর্ণনা করতে পারি, যাকোব একাকী

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নীরবে দাদার সঙ্গে শান্তির জন্য মনে মনে প্রার্থনা করছে, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এক পুরুষ এসে তাকে কুস্তির প্যাঁচে বেঁধে ফেলল। ফলস্বরূপ, যাকোব মরণ-বাঁচন প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে ক্রমশ কুস্তি লড়তে বাধ্য হল। যাকোবের পক্ষে এই মল্লযুদ্ধে জয়লাভ যদিও অসম্ভব ছিল, তথাপি যাকোব হারতে রাজি ছিল না। পরিশেষে, যাকোবের প্রতিদ্বন্দ্বী তার শ্রোণিফলকে আঘাত করলেন, অর্থাৎ অশোভন ভাবে আঘাত করলেন, এবং তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলেন। ফলস্বরূপ, *"যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হল"* (২৫খ)। ভোর হলে সেই মল্লযুদ্ধকারী ফিরে যেতে চাইলে, কোমর ভাঙ্গার অসহ্য ব্যাথায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে অসহায় যাকোব তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে জাপটে ধরে বিনতি করেছে, *"আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আপনাকে ছাড়ব না"* (২৬খ)।

অর্থাৎ, পরিশেষে যাকোব তার সমস্ত প্রচেষ্টার পরাজয় স্বীকার করেছে। এতকাল যাকোব অনেক ফন্দি এঁটেছে, কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, কূটনৈতিক চাল চেলেছে; কিন্তু সেই সমস্ত জাগতিক উপায় যে কতখানি মূল্যহীন, তা যাকোব এখন উপলব্ধি করেছে। তাই, নিজের সেই সমস্ত শক্তির উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে যাকোব ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছে। যেহেতু মহত্তর ব্যক্তি সর্বদা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করে থাকে, সেইহেতু যাকোব যার কাছে পরাজিত হয়েছে, সেই শক্তিশালী ব্যক্তির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছে।

খ। যাকোব হাল ছাড়েনি, পালিয়ে যায়নি: এর আগে আমরা দেখেছি, যাকোব সর্বদা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আশীর্বাদ অর্জন করতে সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছিল। এখানেও, যে কোনও প্রকারেই হোক যাকোব সেই আশীর্বাদ পেতে আগ্রহী। অবশ্য, এই প্রথম সে যঠিক স্থানে, তথা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেতে ইচ্ছা করেছে।

কিন্তু **এমন অদ্ভূত ঘটনার অর্থ কী?** মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে ঈশ্বর যাকোবকে কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন? যাকোব তার জীবনের বিগত বৎসরগুলি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বাধার বিরুদ্ধে যাপন করেছে। সমস্ত ঝুঁকির মধ্যেও যাকোব শেষ পর্যন্ত তার চালাকিকে ব্যবহার করে, জয়লাভ করেছে। কিন্তু এইভাবে, চালাকির দ্বারা জয় অর্জিত হলেও, সেই সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে পরবর্তী কালে তার সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে; এবং পরিস্থিতি যখন চরম আকার নিয়েছে, তখন সে পালাতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। ফলস্বরূপ, সেই সমস্ত লোকের মুখোমুখি হতে যাকোব ভয় পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যাকোবের পক্ষে যে সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল, তা হল, **মানুষের সঙ্গে লড়াই করে, চালাকি করে তাদের বিরুদ্ধে জয় অর্জন করা যায়। সেই জয় সাময়িক স্বস্তি দিলেও, তার দ্বারা কোনও দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, যাঁর সঙ্গে তাকে চূড়ান্ত লড়াই লড়তে হবে, তিনি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর**। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশে শেষ পর্যন্ত এষৌ তাকে বাধা দিতে পারে না, ঈশ্বরই পারেন। আর তাই, **এষৌ নয়, কিন্তু ঈশ্বরকেই যাকোবের ভয় করা প্রয়োজন**।

তথাপি, মল্লযুদ্ধে যাকোবের সাফল্যের পিছনে আমরা দুটি বিষয়কে দেখতে পাই: (১) যাকোব হাল ছাড়েনি, এবং (২) যাকোব পালিয়ে যায়নি। **প্রতিজ্ঞার প্রতি যাকোবের কতখানি অঙ্গীকার আছে, ঈশ্বর এখানে তার পরীক্ষা করছিলেন**। কারণ, এমন মল্লযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে যাকোব অনায়াসে এমন কথা চিন্তা করতে পারত, *"ঈশ্বর, তুমিই আমাকে কনানে ফিরে যেতে বলেছিলে; কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে আমি প্রথম বাধা পেলাম মামা লাবণের কাছ থেকে; তারপরের বাধা হল দাদা এষৌ। কিন্তু এখন দেখছি, প্রতিজ্ঞাত দেশে আমার প্রত্যাবর্তনের বিষয় তুমি নিজেও বাধা দিচ্ছ। অতএব, আমি হাল ছেড়ে দিলাম। অন্য কোথাও গিয়ে আমি শান্তিতে আমার অবশিষ্ট জীবন যাপন করতে চাই।"* কিন্তু যাকোব তা করেনি। যখন সমস্ত বিষয় তার বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তখনও পর্যন্ত যাকোব প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয় ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আহ্বান পেয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেবার পরিবর্তে জড়িয়ে ধরেছে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ পেতে যাকোব মরীয়া, তার জন্য সে মরতেও রাজি।

ঈশ্বর কি কখনও এই ভাবে আমাদের প্রতি আচরণ করেন? হ্যাঁ, করে থাকেন। অনেক সময় তিনি কোনও কাজে আমাদের আহ্বান করলেও, দীর্ঘকালের জন্য মনে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়, তিনি আমাদের ভুলে গেছেন। আমাদের কানে যে সমস্ত প্রতিকূল খবর আসে, তাতে মনে হয়, ঈশ্বর যেন আমাদের ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কী করি? আমরা কি ঈশ্বরকে ও আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে আরও জড়িয়ে ধরি? যাকোবের সমস্ত শক্তিকে ঈশ্বর এখানে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন, এমনকী তার পথ চলার ক্ষমতা পর্যন্ত। ফলস্বরূপ, যাকোব উপলব্ধি করেছে যে, কেবল একটা কাজই সে করতে পারে, আর তা হল, ঈশ্বরের শরণ লওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ। আর যাকোব তাই-ই করেছে। সে হাল ছাড়েনি। সে পালিয়ে যায়নি। সে আরও শক্ত করে ঈশ্বরকে ও তাঁর আশীর্বাদকে জড়িয়ে ধরেছে। ঈশ্বরও যাকোবকে আশীর্বাদ করেছেন এবং তাকে একটি নতুন নাম দিয়েছেন, *"তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হবে না, কিন্তু ইস্রায়েল নামে আখ্যাত হবে; কারণ তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ"* (২৮ পদ)।

যাকোবের এই অভিজ্ঞতাকে আমরা ইয়োবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আমরা জানি ইয়োবের সমস্ত সম্পত্তি, পুত্র-কন্যা, এবং তার স্বাস্থ্য কেড়ে নিতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন ইয়োবের স্ত্রী তাকে এমন কথা বলেছিল, *"তুমি ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেন মরছ না? পরিষ্কার ভাবে ঈশ্বর তোমাতে অসন্তুষ্ট। তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। তুমি কেন বাঁচার হাল ছেড়ে দিচ্ছ না?"* (ইয়োব ২:৯)। কিন্তু ইয়োব তার স্ত্রীর সঙ্গে একমত নয়, তাই সে উত্তর দিয়ে বলেছে, *"ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গল নেব, অমঙ্গল নেব না?"* (ইয়োব ২:১০)। ইয়োব আরও বলেছে, *"যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁর অপেক্ষা (তাঁতে আশা) করব"* (ইয়োব ১৩:১৫)। সেই সমস্ত বাস্তব প্রতিকূলতার মধ্যে ইয়োবের পক্ষে এমন কথা বলা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কারণ, ইয়োব যে প্রশ্নের উত্তর পেতে সবথেকে আগ্রহী ছিল, তার উত্তর কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি, *'এই সমস্ত ঘটনা কেন আমার প্রতি ঘটছে?'* তথাপি সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিল, নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিল; এবং কখনও পালিয়ে যায়নি।

আমরা কী করে থাকি? প্রয়োজন হলে, আমরা কি যাকোবের মতো শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত? যদিও তাঁর আচরণ আমাদের বিরুদ্ধে বলে মনে হয়, তথাপি আমরা কি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ধরে থাকার জন্য তাঁতে যথেষ্ট আস্থা রাখি? না কি, তিনি যদি আমাদের জীবন-পথে লাল কার্পেট পেতে দেন, তবেই কেবল আমরা তাঁকে অনুসরণ করব? তাঁর বাক্যে কিন্তু এমন কোনও লাল কার্পেটের প্রতিজ্ঞা আমাদের প্রতি করা হয়নি। পরিবর্তে, আমাদের সমগ্র জীবনে সমস্যা ও তাড়নার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যোহন ১৫:২০ পদে যীশু আমাদের বলেছেন, *"দাস নিজের প্রভু থেকে বড় নয়; লোকে যখন আমাকে তাড়না করেছে, তখন তোমাদেরকেও তাড়না করবে।"* কিন্তু তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে সেই তাড়নাকে জয় করার শান্তির প্রতিজ্ঞাও তিনি আমাদের প্রতি করেছেন, *"যেন তোমরা আমাতে শান্তি পাও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগতকে জয় করেছি"* (যোহন ১৬:৩৩)।

গ। নতুন নাম: ইস্রায়েল: যাকোবের নতুন নাম তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। অব্রাম/ অব্রাহাম কিংবা সারই/সারা প্রভৃতির ন্যায় একই নামের বানানভেদ নয়, যাকোবকে সম্পূর্ণ আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। যে প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ পাবার জন্য যাকোব সারা জীবন ধরে **ঈশ্বরের অনুগ্রহের** পরিবর্তে **চালাকি ও প্রতারণা** চালিয়েছে, তা তাকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের পার্থিব জীবনে এই শুদ্ধিকরণের পরিবর্তন আংশিক, সেইহেতু যাকোবের নাম পরিবর্তনে একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। অব্রাহাম ও সারার নাম একবার পরিবর্তিত হবার পর, যেমন তাদের কখনও পুরানো নামে অভিহিত করা হয়নি, কিন্তু যাকোবের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। যাকোবকে একাধারে যাকোব ও ইস্রায়েল বলা হয়েছে। কারণ, এই দুই নামের মধ্যে যাকোবের দুটি প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছে: একাধারে ধার্মিকগণিত ও পাপী। নীতিগত ভাবে ঈশ্বরের কাজ যে যাকোবের জীবনে সাধিত হয়েছে, তা তার নতুন নাম 'ইস্রায়েলের' দ্বারা প্রকাশিত। কিন্তু অন্যদিকে, ঈশ্বরের সেই কাজ তার জীবনে পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর করার জন্য যাকোবের সারা জীবন কেটে যাবে। আর তাই, যতকাল সে পৃথিবীর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মাটিতে বেঁচে থাকবে, তার এক অংশ শেষ পর্যন্ত 'যাকোব' থাকবে।

সাফল্য বা ধূর্ততার দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রহার সহ্য করার দ্বারা যাকোব এই নতুন নাম, 'ইস্রায়েল' লাভ করেছিল। এটা ছিল অবশ্যই ঈশ্বরের 'অনুগ্রহ'। কিন্তু আমরা যে সাধারণ অর্থে অনুগ্রহকে চিন্তা করি, শান্তি ও আরোগ্যতা দানে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত, তা কিন্তু এখানে ঘটেনি। পরিবর্তে, তা যাকোবকে সারা জীবনের জন্য ভাঙ্গা কোমড়ের ব্যাথা সহ্য করতে বাধ্য করেছিল। যাকোব সারা জীবন ধরে তার দেহে ঈশ্বরের সঙ্গে এই অনুগ্রহ-পূর্ণ সাক্ষাতের ব্যাথা-পূর্ণ চিহ্ন বহন করবে, যা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, তার জীবনে প্রকৃত জয়ের **একমাত্র** উপায় হল, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁতে আস্থা। ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের এই ব্যক্তিগত সাক্ষাতকে তার বংশধররা ভুলে যায়নি, সর্বদা স্মরণে রেখেছিল। তাই ৩২ পদে বলা হয়েছে, ***"এই কারণ ইস্রায়েল সন্তানরা আজ পর্যন্ত শ্রোণিফলকের উপরিস্থ উরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না, কারণ তিনি যাকোবের শ্রোণিফলক*** *(hip socket)*, ***অর্থাৎ উরুসন্ধির শিরা স্পর্শ করেছিলেন।"***

ঘ। প্রকৃত ইস্রায়েল: প্রকৃত ইস্রায়েল হিসাবে যীশুও ক্রুশের উপর পিতা ঈশ্বরের যন্ত্রণাদায়ক প্রহার সহ্য করেছেন, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ তাঁর প্রজাদের প্রতি প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর মাটিতে সারা জীবন ধরে তিনি মানুষের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছেন, এবং শেষে আমাদের জন্য তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছেন। গেৎসেমানী বাগানে তিনি পিতাকে বলেছেন, ***"যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক, তথাপি আমার ইচ্ছা মতো না হোক, তোমার ইচ্ছা মতো হোক"*** (মথি ২৬:৩৯)। আবার ক্রুশের উপর তিনি চীৎকার করে পিতাকে বলেছেন, ***"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?"*** (মথি ২৭:৪৬)। কিন্তু পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে যীশুর এই মল্লযুদ্ধের ফলস্বরূপ, যাকোবের মতো যদিও যীশুর কটিভঙ্গ হয়নি, কিন্তু আমাদের সমস্ত অপরাধের ভার তাঁর উপর চাপানো হয়েছে (যিশাইয় ৫৩)। ফলস্বরূপ, তাঁকে আঘাত করা হয়েছে, বেত্রাঘাত করা হয়েছে, ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি, পালিয়ে যাননি, শেষ পর্যন্ত সহ্য করেছেন, যতক্ষণ না তিনি আশীর্বাদ করেছেন– অবশ্য সেই আশীর্বাদ তাঁর নিজের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর সন্তান আমাদের জন্য। তিনি পাপ ও মৃত্যুর উপর জয় লাভ করেছেন, এবং তাঁকে সমস্ত নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম দেওয়া হয়েছে (ফিলিপীয় ২:৯)।

যীশুই প্রকৃত ইস্রায়েল, যিনি পূর্ণ অর্থে ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছেন ও জয়ী হয়েছেন (২৮খ পদ)। আমরা যারা খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত, যারা তাঁর সংগ্রামে ও দুঃখভোগে অংশগ্রহণ করি, তারাও তাঁর জয়ে অংশগ্রহণ করে ঈশ্বরের ইস্রায়েলের অংশ হয়েছি (গালাতীয় ৬:১৬)। **ক্রুশের উপর যীশু যে লড়াই চালিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমাদেরকে কোনও লড়াই করতে হবে না; না তা ঠিক নয়। পরিবর্তে, আমাদের লড়াই যেন ফল উৎপন্নকারী হয়, আমরা যেন আরও তাঁর মতো হই** (ফিলিপীয় ৩:১০-১১)। আর আমরা যখন আমাদের পার্থিব জীবনে সেই সমস্ত লড়াই চালাই ও দুঃখভোগ করি, তখন আমরা আত্ম-নির্ভরতাকে ত্যাগ করে তাঁর ক্রুশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে শিখি, আশীর্বাদ পাবার জন্য কেবল ঈশ্বরে আস্থা রাখি। আমরা যখন ঈশ্বরকে ভয় করি, তখন অন্য কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ভয় করার প্রয়োজন হয় না। আসুন, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁতে আস্থা রাখি আর সেই সত্য উপলব্ধি করি যে, তিনি কখনও আমাদের ছাড়বেন না।

আবার ইস্রায়েলীয়রা যেমন উরুসন্ধির শিরা না খেয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের মল্লযুদ্ধকে স্মরণ করত, আমরা প্রভুর ভোজ খেয়ে আমাদের জন্য ক্রুশের উপর খ্রীস্টের মল্লযুদ্ধকে স্মরণ করে থাকি। আমারা স্মরণ করি, আমাদের জন্য তাঁর দেহ ছিন্ন হয়েছিল, আমাদের পাপের জন্য তাঁর রক্ত পাতিত হয়েছিল। আমাদের পাপের জন্য তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুকে স্মরণ করে আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা আশা করি। সেখানে আমরা সেই আশা পাই যে, এযৌর মতো যত বড়ো শত্রু বা সৈন্যবাহিনী আমাদের মোকাবিলা করতে হোক না কেন, ঈশ্বরের প্রেম থেকে কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না, তিনি কখনও আমাদের ছাড়বেন না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com